মহুয়া পত্রিকার তিনজনকে

অমর চন্দ্র দাস

শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী

অশোক চক্রবর্ত্তী

নোতুন লিখছি। মোটামুটি চার পাঁচ বছর। যাতে একদিন দু'একটা ভালো কবিতা লিখতে পারি তার চেষ্টায় আছি। এখন আমার দু'চোখ ঐ চুপচাপ দীঘিতে ছিপ ধরে বসে থাকা লোকটির ওপর। অদ্ভুত সতর্কস্বভাবে অসাধারণ স্থৈর্যে ছিপে হাত তার—যদি দু একটা মনোমত মাছ ওঠে। তার প্রচেষ্টা আমাকে প্রেরণা যোগায়।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো 'ছিয়াত্তর থেকে 'সাতাত্তর সালের মধ্যে লেখা। প্রচ্ছদ ও ভেতরের স্কেচগুলোর জন্যে শিল্পী সজল রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

• •

আ ত্ম চ রি ত ব র্ণ মা লা

৯ বনবাসী হবোনা আমি
১০ যশের মহিমায়
১১ আত্মচরিত বর্ণমালা
১২ তুমি জানো কারা কড়া নাড়ে মধ্যযামে
১৩ স্বপ্নের ঘ্রাণে অদলবদল
১৪ পরিক্রমণের পথে
১৫ কবি
১৬ আমরা তো এক একজন সম্রাট
১৭ রাত্রির হাহাকারে আসে লড়াই
১৮ প্রেমহীনতায় প্রেমশব্দ
১৯ অন্ধকারে শ্রম নেই
২০ অদ্ভুত সহাবস্থানরীতি
২১ সে আমাদের-ই স্বজন
২২ এখন এইরকম
২৩ তোমায় মানায় না এমন অসুখ
২৪ কয়েকজন কবির উদ্দেশে
২৫ অমোঘ আশ্রয়ের জন্য
২৬ মনুষ্যচরিত
২৭ যৌবনস্বভাবজ অহংকারধর্মে
২৮ বুকের মধ্যে পাহাড়
২৯ প্রকৃত শিল্পী সম্বন্ধীয়
৩০ পৃথিবীর রেসকোর্সে
৩১ বর্ষা সম্বন্ধীয়
৩২ নোতুন মানুষের উদ্দেশে

বনবাসী হবো না আমি

বনবাসী হবো আমি   বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দেবো প্রিয়তম গৃহস্থালী
কোন মহাজনের দলিলে করিনি এমন স্বাক্ষর।

প্রবল দুঃখে নতজানু হলে সন্ন্যাসী বৃক্ষের স্বভাবে
প্রকৃত যুদ্ধের আগেই অনেকে কেমন চলে যায়
উদাসীন নির্জনে।
মৃত মাকড়শার মতো মানবের অসহায়তা
লেগে থাকে কার্নিশে মসৃণ ওই দেয়ালে।

অসহ্য খরায় ঈশ্বরের সাথে অলস আলাপনে
বিনাযুদ্ধে সন্ধিপর্ব শেষ করে চলে গ্যালে নির্জনে
আলস্যের অমোঘ কীট ক্রমাগত দাঁতে কাটে
আমাদের মেধা শ্রম
এই জেনে বনবাসী হবো না আমি
অবিকল্প গাণ্ডীব হাতে এই টানটান।

দুঃখের রশি ধরে মানব ওপর ওঠে   এই প্রত্যয়ে
আমার অস্থিমজ্জা শত্রু প্রতিরোধে চীনের প্রাচীর হয়ে যায়
আমার মিছিল নগরী আমার ধুলোর সহরে
শ্বাস যতই ঘন হয়ে যাক
প্রকৃত যুদ্ধের আগে, দেখে নিও বনবাসী হবো না আমি।

যশের মহিমায়

তারুণ্যে মিশে থাকে অহংকার জিভে থাকে স্পর্ধার সঠিক ভাষা
অস্বীকার আস্ফালনের তীক্ষ্ণ তূণ নিয়ে তরুণ
কব্জির ঔদ্ধত্যে বসতি করে নিজের আবাসে মনোমত দুর্গে
তারপর জংলী লতার মতো ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলে বয়স
জেনে যায় সম্মান যশের মহিমা
সিংহাসনের অলৌকিক কারুকৃতি......

বাঁধ ভেঙ্গে যায় প্রতিষ্ঠার প্রবল জোয়ারে
টলমল করে বিশ্বাসের অনড় পাথর
তামাম আসবাব জমিন সব বেঁচে দিয়ে চলে যায়
মহাজনের মোহময় প্রাসাদে......
জয়ের মুখোসে আসে ছদ্মবেশী পরাজয়
খরগোসের মতো নষ্ট করে সবুজ সবুজ সজীব বাগান
আহত হরিণ যেমন ক্রমাগত শূন্যে পা ছুঁড়ে
আগেই পেয়ে যায় মৃত্যুর স্বাদ, প্রকৃত মৃত্যুর আগে তেমনই
মৃত্যুর শরীর আর তার ছায়া ত্যাখে প্রাচীন তরুণ

তখন মানুষের পতনের শব্দ
বৃষ্টি পতনের শব্দের চেয়েও
অনেক অনেক ভয়ংকর হয়ে যায়।

আত্মচরিত বর্ণমালা

ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের কাজকর্ম মরাবাঁচা এই জেনে
গুপ্তবিষ পুরোন পেরেক হাত পা কেটে গেলে
ডেটল্ লাগিয়ে দুঃখ ভুলতে বিবিধভারতী শুনি
পাপাচারী মানুষের বসত অক্ষত থেকে যায় এইভাবে
অগ্নিমুখী চিন্তায় কর্মে জ্বলে না হতশ্রী উঠোন
বিশৃঙ্খল চৌধার।

সুখের মলম শুকিয়ে এলেই ফের জেগে ওঠে
সমূহ অশ্লীল ব্রণ অই মুখের ওপরে এ জেনেও
ছাদফাটা ঘরে ঝোলে রঙিন পর্দা
বুকের গভীরে গোপন ক্ষত ঢাকা থাকে টেরিলিনে।

নিরাপদ জীবন ভালোবাসি বলে
প্রবল দুঃখে প্রচুর সুখের প্রতিশ্রুতি নিয়ে
লম্পটের দেয়া অতি অল্প সুখে
অস্ত্র নিয়ে অস্ত্রহীন বেঁচেবর্তে আছি।

তুমি জানো কারা কড়া নাড়ে মধ্যযামে

আর কতদিন ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের কোয়কে
হাতের তালুতে তুলে নেবে তীব্র খড়িশের ছোবল।

তুমি জানো জীবাণুর সঠিক খবর
তুমি জানো কিভাবে রক্তাক্ত হলো তোমার মধ্যমা
তুমি জানো প্রাত্যহিক রক্তবমনের প্রতিকার
তবুও সঠিক মৃত্যুর আগেই সহস্রবার তুমি মরে যাও
বারবার দেয়ালে পিঠ ঠেকাও
অশ্লীল যৌনতায় কেঁপে ওঠে তোমার বোধের শক্ত প্রাচীর
অথচ তুমি জানো সব
ঘুমের গভীরে কারা কড়া নাড়ে মধ্যযামে।

আজ যুবতীর শরীরে আহা লাল পদ্ম দেখি না
আজ কোয়েল নদীর জলে কারা যেন ঢেলে গ্যাছে বিষ
আজ পবিত্র কুমারী হাওয়ায়
ছড়িয়ে রয়েছে নরকের ধুলো
তবু গাড়িটানা মহিষের দুঃখ নিয়ে তুমি
সুস্মিত ব্যবহারের মোড়কে ঢেকে রাখ
অচ্ছেদ্য গাণ্ডীব
অথচ তুমি জানো
ঘুমের গভীরে কারা কড়া নাড়ে মধ্যযামে।

স্বপ্নের ঘ্রাণে অদলবদল

স্বপ্নের ঘ্রাণে আমি উত্তেজিত হয়ে যাই খোলামেলা চালাঘরে
আত্মরক্ষামূলক সাম্রাজ্যে আমাদের সশব্দে চলাফেরা
মনসিজ অবয়বে……
এ শীর্ণ কামনায় আমাদের পথচলা কথাবলা হাসিকান্না
প্রয়োজনমত অদলবদল কত সহজেই।
প্রয়োজনে ক্রমাগত এ শিবির থেকে অন্য শিবির
এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে কখনো বা সংবহন রীতি।
প্রয়োজনে সহজেই অদলবদল ঘটে
আমাদের উচ্চারণ বৈকালিক পবিত্রতা মায় কুষ্ঠি ঠিকুজি।

প্রতিনিয়ত এখন স্বপ্নের গভীরে হাঁটে রম্য মায়াবী হরিণ
তাই সহজেই ছোট হতে পারি
আবার কখনো দীর্ঘ অতিশয় সরলবর্গীয় দেবদারুর মতো
প্রয়োজনে নামাবলী আচ্ছাদনী হয়ে যায় কুলটার চরিত্র গোপনে

এইভাবে লম্পট মানুষেরা পেয়ে যায় রাজার আসন
এইভাবে কংক্রিট দেওয়াল ফুটো করে
কুহকী ইঁদুর যায় অন্য ঘরে
প্রয়োজনে আমি কত সহজে প্রখর গ্রীষ্মেও
শরীরে চাপাই গরম পোষাক।

পরিক্রমণের পথে

পরিক্রমণের পথে মাথা ছুঁয়ে থাকে শিরীষের ডাল
সমস্ত চোয়াল জুড়ে আছে বুনো মোষের অহংকার।

নৈসর্গিক দৃশ্যমালা খুন হয়ে গ্যাছে প্রথম প্রহরে
অবিরাম তুষার পতন এখন আমার এ সহরে
তবু নিজেকে সম্রাট জেনে ভিখারীদের করি করুণা।

সমস্ত উদ্যান নির্জন হলেও প্রিয়শব্দে শ্মশান উৎসবে সাজে
নির্জনতা সরবতা পায় দুঃখের দ্বীপে আসে জ্যোৎস্না
আমার পৃথিবী আমার ঈশ্বর তখন আমারি বোধের শিখর প্রদেশে
তাই লাথি মেরে নষ্ট করি অপছন্দের ভাস্কর্য শিল্প
অপ্রিয় লৌকিকতা তাবৎ উৎসব
রম্যতা জেনেও থুথু ছুঁড়ি পছন্দ না হোলে শব্দ।

পরিক্রমণের পথে রক্ত ও স্বভাবে মিল দেখে দেখে
'চিহ্নিত করি জরুরী বন্ধু অথবা ঘৃণার যোগ্য শত্রু।

কবি

অভিজ্ঞ মনন তার   ঘুঁটিচালের বৈচিত্র্যে
শব্দ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর
            বশীভূত আঙুলের কারুকার্যে
তখন আশ্চর্য বোধে নিজস্ব আকাশ নীল
কী বিপ্র অহংকারে কবি বুক তার চিতিয়ে বেড়ায়।

ঘোর অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে যোগাসনে কবি
শব্দে শব্দে বোধের ভেতরে জন্ম ছায় অন্যের অকল্প্য
                        কামরাঙা টিয়ার উদ্যান।
অন্যের ছায়ার সঙ্গে নিজের ছায়া মেলাতে
না পেরে নিঃসঙ্গ কবি নিত্য রঙিন ঘুড়ি উড়িয়ে
চাঁদের নুড়ি ছুঁয়ে সে ছাখে
কখনো কালো ছোট অক্ষরে পঁচা ঘায়ের অস্ত্রোপচার
মন্ত্র ছড়িয়ে ছায় কীটদষ্ট ভুবনে
এবং এইভাবে অমল কবিরা অন্ধকার থেকে দুধসাদা আলোয়
মরুভূমি থেকে সবুজে পৌঁছে ছায় নিজেকে
আরো কিছু অনিকেত মানুষকে।

শব্দে শব্দে বোধের ভেতরে জন্ম ছায় অন্যের অকল্প্য
                        কামরাঙা টিয়ার উদ্যান।

আমরা তো এক একজন সম্রাট

আমরা তো এক একজন সম্রাট নিজস্ব গুহায়
হাতের তালুতে জন্ম নিলে ময়াল ভয়াল ঝড়
তুলে নিই মনসিজ গাণ্ডীব   ছুটে যায় অসুখ
শীতল দস্যুতায় কেড়ে নিই পৃথিবীর অমল সুখ।

আমরা তো এক একজন সম্রাট নিজস্ব ভূমিকায়
মনের মধ্যে লিফটঘর   অক্লেশে উঠে যাই দশতলা ছাদে
মেহেদী হাতে রেখে দিই সুচারু ফুলের টব
অদৃশ্য রক্তপাতে কাপালিক দুর্জন মুখ থুবড়ে পড়ে।

আমরা তো এক একজন সম্রাট নিজস্ব ভঙ্গিমায়
ঘর যতই অন্ধকার হোক কার্নিশে কার্নিশে যতই থাকুক
মড়ার হাড়
মনের মধ্যে সাজানো থাকে অস্ত্রে ভরা তূণ
প্রতিবাদলগ্নে দু হাতে থাকে রূপময় তাস জিনের বোতল
স্বপ্নে স্বপ্নে দিগ্বিজয়ের দামাল ঘোড়া ছুটে বেড়ায়।

রাত্রির হাহাকারে আসে লড়াই

রাত্রির হাহাকারে ছেয়ে গেলে আকাশ
মোষের শরীর থেকে নামে ঘাম আর
সুখস্বপ্নে তুলসীমঞ্চে আলো ছায় মানব-মানবী
এজন্য আসে লড়াই তার কাপালিক স্বভাবে
মাথন শরীর পাথর পাথর হয়ে যায়……

দ্বিতীয় অনন্য অন্যসুখে মধ্যমার ঢিলে আংটি
সমূহ বিলাস ভেসে যায় একবুক যুদ্ধের জোয়ারে
আমাদের নিভন্ত বাতিঘর জ্বলে ওঠে আশ্চর্য অমোঘবোধে
প্রাচীন মোহর সন্ধানে জীর্ণ বাড়িঘরে তল্লাসী
একলব্যের শিক্ষায় ঠিক দীক্ষিত তখন
চৌধারের অন্ধকার আকাশ থইসাদা জ্যোৎস্নায় ভরে যায়।

প্রেমহীনতায় প্রেমশব্দ

মৈথুনও শিল্প হতে পারে মিতাচারে ঠিক ব্যবহারে
অসুর সোহাগে রক্তাক্ত হোলে সারা শরীর
রমণী ভুল মন্ত্রে অঞ্জলী ছোঁড়ে অন্যদিকে অন্য লক্ষ্যে
এ ভাবে হোমাগ্নি নষ্ট হোলে প্রেমহীনতায় প্রেমশব্দ
ফেটে চৌচির হাহা শব্দে যেমত রম্য তরমুজ
রৌদ্রের প্রাবল্যে।

পাইন আঠার মতো প্রেমশব্দ শুধুই শরীর সম্পর্কিত হলে
আকাশ আকাশ ছুঁয়ে থাকে অপ্রেম
কঙ্কালের অবয়বে
চলে যায় শেষ ট্রাম আমাদের শেষ
সম্বল নিয়ত দুঃখে।

অন্ধকারে শ্রম নেই

আমাদের মাখন শরীর ঘিরে আছে নরকের অন্ধকার
তবুও এখনো চাঁদ ভালোবাসি   চাঁদের শরীর থেকে
রেণু চুরি গ্যালে আমাদের ঈশ্বর
আছড়ে পড়ে উঠোনে।

যুদ্ধের নকশাচিত্রণে মেধা থাকে মিশে থাকে প্রাজ্ঞতা
থাকে না শ্রমের আভাষ   শ্রমে সম্ভ্রম চলে যায় নাকি
তাই সহস্র হাত সঠিক সময়ে মুঠো হতে হতে .
আভিজাত্যের ছদ্মবেশে আসে ভীরুতা আলস্য
মুঠো খুলে যায়……
ক্রমে বনজলতার মতো বেড়ে চলে সমূহ দুঃখ
হাস্নুহানার বাগানে পাখি নেই
শুধু প্রাচীন রঙচটা পালক।

অদ্ভুত সহাবস্থানরীতি

পরম শুচিতার আবরণে একবুক ঘৃণা আর বিদ্বেষ
অদ্ভুত সহাবস্থানরীতিতে আমাদের ক্রমশ বেড়ে ওঠা
অশ্লীল জীবনযাপন।

চুম্বনে তোমার সেঁকো বিষ
বিছানায় বেলফুল গন্ধের ভেতরে থাকে
অন্যপুরুষের ঘ্রাণ সব জানি
তবু তোমার চিতায় এই আমার শরীর
অধিক মাতাল হলে দরজার খিল নামে
পাপবোধে আনত তোমারই দু হাতে
নষ্টা রমণী, তোমার সায়রে পদ্ম ফোটে কি কৌশলে
পাপবিদ্ধ আঙুলে অদ্ভুত সুন্দর হয় লক্ষ্মীর আল্পনা!

এইভাবে আমাদের নোংরা উঠোনে পেখম তোলে
ময়ূর আর আমাদের ভালোবাসা
একহাঁটু কাদায় মতো থিকথিকে ঘৃণা আর বিদ্বেষ নিয়ে
গেয়ে উঠি সুবিন্যস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত।

সে আমাদের-ই স্বজন

আপোষের বাজনা বাজায় কে
যুদ্ধের ঠিক প্রহরে ফুলগুচ্ছ কে পাঠায়
সে আমাদের-ই স্বজন   দুঃখে যে গায় গজল
গুঁড়িয়ে দাও তূণ তরবারী পরে তো লালচক্ষু শিকারী
আমাদের অস্ত্রে আছে সঠিক হিসেব
প্রথমে চিহ্নিত হোক ওই যে দালাল।

সাপের বাসা বটের গাছ
উচ্ছেদকালে সবাই এক
      ঠিক এমনি সময় মন্দির বসায় কে
বাঁশের চেয়ে কঞ্চিই বড়
কঞ্চিই করে রাজ্যশাসন
      হাতে এ পাথর নিয়ে কঞ্চিটাকেই ভাঙো।

দুঃখ আমার জড়িয়ে আছে শঙ্খচূড়ার মতন
প্রথমে ওই বিবাহে ভুল মন্ত্র কে পড়াল এমন
সে আমাদের-ই স্বজন   দুঃখে যে গায় গজল।

এখন এইরকম

প্রেমের হ্রদের কিনারে ওই পাপবিদ্ধা কিশোরী
দীর্ঘশ্বাসে ভয়াল কোরে তোলে হরিণের করোটি
নির্ভুল মেধায় বণিকের থাবা ছিঁড়েছে আজ জ্যোৎস্নার চাদর
মহার্ঘ শরীরের মূল্য বুঝেছে জুঁইরঙ বাতাসী
শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরে প্রায়শই
শিক্ষক পিতার ওই নষ্টা মেয়ে
তার হাতব্যাগে থাকে রুগ্ন মায়ের ওষুধ।

এখন কী ভীষণ শীত এখন
ধুলোর মানুষ কোথা পায় জরুরী রোদ্দুর!

প্রতিনিয়ত ঘরের দ্রাঘিমায় গর্ত খোঁড়ে সুকৌশলে ধূর্ত শেয়াল
শান্তিনিকেতনের বকুল গাছে লেগে থাকে শকুনির পেচ্ছাপ
নৈমিত্তিক ভনিতায় শুদ্ধ উচ্চারণ
ঠিক চলে পবিত্র আহ্নিকের সময়ে
গৃহস্থের ন্যায়-নীতি দয়ামায়া কর্তব্য ভালোবাসা
দু পয়সা কিলো দরে চলে গ্যাছে মারোয়ারীর গুদামে

এখন কী ভীষণ শীত এখন
ধুলোর মানুষ কোথা পায় জরুরী রোদ্দুর!

তোমায় মানায় না এমন অসুখ

গোলাপের বাগানে তোমার ঐ সবুজ আঙুল ছুঁয়ে যায়
প্রাচীন বটবৃক্ষের মূল
নির্বোধ জুয়াড়ীর মতো মহাপ্রস্থানের মানচিত্রে
তুমি বেবাক অনুগত
অথচ তোমায় মানায় না মানায় না এমন অসুখ
ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে এইসব ছেঁড়া পোষাক
সূর্যের হাত থেকে কেড়ে নাও রোদ্দুর তরবারী।

হাঁটুজলে তোমার স্নান সাগরের দেশে
এ তোমার অহংকার
মাথাভর্তি চুল আর একগাল দাঁড়ির ব্যানারে
পাতাবাহারী দুঃখ নষ্ট করেছে তোমার
স্বয়ংপ্রভ জোনাকীর সুষমা
অথচ তোমায় মানায় না মানায় না এমন অসুখ
মানায় না যেমন কীটের আবাস তরুণ বৃক্ষের শরীরে।

কয়েকজন কবির উদ্দেশে

আজ বধ্য অনেকেই   পরাজিত ম্রিয়মাণ সুখের ঔরসে
অনেকেই আলোকিত রাখে চৌরঙ্গীর দোকানের শোকেস্
প্রচণ্ড খরায় প্রাচীন অযোধ্যা ব্যাবিলনের ছবি এঁকে
অনেকেই বিয়ারে বিয়ারে শরীরে মাখন বাড়িয়ে চলে।

তুমি জানো কোন কৌশলে
অলউইন ফ্রিজের সৌরভে
ভরে যায় অন্ধকার ঘর
তবুও বন্দী কোরে রেখেছ নিজেকে নিজের কাছে
ধরে রেখেছ ব্রাহ্মণ পতাকা বলিষ্ঠ বোধের প্রাচীরে
জটিল অস্ত্রোপচার এড়িয়ে সারিয়ে তুলছো
গভীর ওই অসুখ বিশল্যকরণী ছোঁয়ায়।

আসলে তুমি জানো বহুরূপী গিরগিটির সঠিক বর্ণ
তাই নিজের ইচ্ছামত গড়া ভাস্কর্যে লম্পটের চাবুকের দাগ অনায়াসে
শরীরের ঘাম দিয়ে মুছে দাও।

অমোঘ আশ্রয়ের জন্য

শতচ্ছিন্ন তালিতাপ্পা ঝুলি নিয়ে যুবক

অসংবৃত পদচারণে

প্রেম ভিক্ষা করে যায় নিজভূমে

ক্রমাগত দেশলাই জ্বেলে খোঁজে এই অন্ধকারে

পবিত্র নারীর মুখ।

প্রেম নাকি স্বাদু ঝরণার জল মানে সর্বক্লান্তিহর

প্রেম নাকি বনজ ঔষধিলতা মানে সর্বরোগহর

তাই তীব্র খড়িশ ছোবলে

নীল হতে হতে যুবক অসংবৃত পদচারণে

প্রেম ভিক্ষা করে যায় নিজভূমে

ক্রমাগত দেশলাই জ্বেলে খোঁজে এই অন্ধকারে

পবিত্র নারীর মুখ।

এই প্রবল বৃষ্টিতে অন্তর্জলে নাভিমূল ডুবিয়ে

অনিকেত মানুষেরা

সবুজ সবুজ নারীদের কাছে

পেয়ে যায় নাকি অমোঘ আশ্রয়!

মনুষ্যচরিত

দেহের পোষাকে কিংবা পণ্যের মোড়কে কিছু লেখা থাকে
সবটুকু সত্য নয় কাকভোর শিশিরের মতো
তবুও মানুষ বুঝি ভালোবাসে ভুল কোরে ভালোবাসে
ভালোবাসা স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে যায়।

মানুষের রক্তবীজে প্রবল প্রতাপে বেঁচে থাকে পাপ
কুৎসিত মানুষেরা তাই হরিণ অঙ্কিত জামা পরিধান করে
ঘরেতে টাঙিয়ে রাখে পিকাসোর ছবি
সুন্দর পর্দার নিচে ঘটে যায় আদিম পাপের বিস্ফোরণ
সন্ন্যাসীর ব্যভিচারে শমীবৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে
তবুও ধূপের গন্ধ নিয়ে দীক্ষামন্ত্র আলো ছায়।

মানুষেরা ভালোবাসে উজ্জ্বল সুগন্ধ ভুল কোরে ভালোবাসে
ভালোবাসা স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে যায়।

যৌবনস্বভাবজ অহংকারধর্মে

ঘন অন্ধকারে আছি তবু মনসিজ শঙ্খদ্বীপে আমাদের বসত
অন্যের মুখে অন্ধকার দেখি
নিজের সমগ্র প্রোফাইল মনোজ্ঞ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল।

যৌবনস্বভাবজ অহংকারধর্মে ক্রুদ্ধ জঠরে জন্ম নেয়
ঔদ্ধত্য অবাঞ্ছিত ভ্রূণের মতো
ক্রমে ক্রমে রাত্রির আর্তনাদে মুখর হোলে আঁতুরঘর
অকাল লোডশেডিং বাতিঘর নিভিয়ে দ্যায়।

আসলে অশক্ত হোলে শরীর নিপুণ নকশার আসবাবও
দ্রুত নষ্ট হয় কীটে এ জেনেও
মেকী প্রাজ্ঞতার খরগোস খেলা করে আমাদের উঠোনে
কুরে কুরে দাঁতে কাটে সবুজ ঘাসের
স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা জীবন তার পরিচ্ছন্ন আয়ু।

বুকের মধ্যে পাহাড়

বুকের মধ্যে পাহাড়   সুদৃশ্য এক পাহাড়
ওই পাহাড়ে ফুলেরা ফোটে
যন্ত্রণা সব হেসে ওঠে
স্বপ্নের ভেতর ওই পাহাড় পেতে
কত মানুষ হা-পিত্যেশ জলে মরে
অথচ পাহাড় আছে বুকের মধ্যে ।

ওই পাহাড়ের কথা যারা জানে
নীরবে পোষে বেবাক ভুলে
যে জানে না   দেয়াল ধরে অন্ধকারে
হাত ছুটোয় হিম যে আনে ।

আসলে ঘরের মধ্যেই সোনার মোহর
আসলে বুকের মধ্যেই সুদৃশ্য পাহাড়
ছোটাছুটি তাই বন্ধ রেখে
বুকের মধ্যে দু হাত রাখো ।

প্রকৃত শিল্পী সম্বন্ধীয়

একবুক রোদ্দুরে একলব্য আঙুল সঠিক ব্যবহারে
শিল্পীর ভাস্কর্যে লেগে থাকে রাইজাগো ভোরের শিশির।

প্রকৃত শিল্পীর কারুকৃতি রক্তজাত ও ঘামে সম্পৃক্ত বলে
তার চারুহাস্তের সম্মোহন পাশে আবদ্ধ মৃগরাজ
বাস করে মনোমত গৃহে (-দুর্গ তার কাছে)
মহাজনের প্রাসাদ থেকে দূরে বহুদূরে।

সে-ই জানে তার শব একদিন অতিক্রান্ত
পৌঁছে গ্যালেও শ্মশানে
শ্বেত পাথরের মোক্ষদ ভাস্কর্য তার
এনে দেবে থইজ্যোৎস্না বহুদিন
ছাতারও অন্ধকার ভুবনে।

পৃথিবীর রেসকোর্সে

এখন এই অরণ্যে অরণ্যের মৃত শালের ছায়ায়
তোমার ইচ্ছারা কেমন নিশ্চুপে
শস্য বুনে চলে নিজের জন্যেই।
বুড়ি ছোঁবার জন্যে শুধু তুমিই যাবে
সুহৃদপ্রতীম সবাইকে নিয়ে নয়
এখন প্রিয় ওই সোনালী পাখিটাকে
ধরতে একলব্য সবাই অশেষ গোপনে।

যে যার নিজস্ব চাবিকাঠি নিয়ে সুকৌশলে
সূর্যশরীর এড়িয়ে ব্যোমযানে পাড়ি দ্যায়
দূর নক্ষত্রের উজ্জ্বল আলো ছুঁতে
পৃথিবীর রেসকোর্স খোলা আছে দিনরাত
লড়াকু ঘোড়ার লাগামে সতর্ক দু হাত
নিজের জন্যেই পকেটে শুধু রেসের টিকিট।

বিশাল নদীর দেহে হাজার হাজার দ্বীপ
প্রত্যেকে নিজস্ব এই দ্বীপে শুধু একজনা সঙ্গীহীন
কেবল নিজের ছায়ার সঙ্গে তার বাস
নিজস্ব উঠোনে নিজের জন্যেই
শস্য রোপণ।

বর্ষা সম্বন্ধীয়

বর্ষায় মেঘের শরীর বেড়ে গ্যালে ভয়াল স্বভাবে
ঘুলঘুলি দেওয়ালে ওই আনাচে-কানাচে
অন্ধকার ঝুলে থাকে বেশ মাকড়শা জালের মতন
অহংকারী নর্দমার দীর্ঘ লোমময় হাতে শূচীহীন হয়ে যায়
বারান্দার সুখী স্বভাব
তাবৎ সুস্থির গেরস্থালী
সাঁড়াশী হাতে প্রবল বর্ষা এখন আমার চারদিকে।

বৃষ্টির জলে ভয়েল শাড়ি নষ্ট হবে বলে
মিঠুরা আসে না আর নির্দিষ্ট জায়গায়
মাঝরাতে বাজের শব্দে এ শরীরে লোম বেড়ে গ্যালে
নিজের ময়াল শরীরকে নিজেই ভয় পাই তখন।

বৃদ্ধ বটের পাতার দীর্ঘশ্বাসের ভেতর দিয়ে
লেংচাতে লেংচাতে ধানরঙের যৌবন
ভুল পথে চলে যায়
সাঁড়াশী হাতে প্রবল বর্ষা এখন আমার চারদিকে।

নোতুন মানুষের উদ্দেশে

এই অসহ অমায় দাও সুগন্ধী মৃগনাভি
অভিষেক মন্ত্র উষ্ণ হাতে জমা আছে।

মশারীর চাল ফুটো কোরে দুঃখের ঝুরি নেমে আসে
হিংস্র শ্বাপদ থাবা রাখে সংবিষ্ট শরীরে
ঘুম ভেঙে যায়
কালো বিড়ালের থসথস পদশব্দে
মাঝরাতে ক্ষয়ে যায় মণিপুরী নৃত্যের স্মৃতি
তুমি দাও সর্বপাপহর বিশল্যকরণী
ঘুমের ঔরসে পুনর্বার জন্ম নিতে।

কঙ্কালের খুলি নিয়ে ঝুমঝুমি বাজায় নিরন্ন মানুষ
চোখের জমি থেকে সার্চলাইট ঘোরে নির্বীর ভূখণ্ডে
নোতুন মানুষের সন্ধানে
মানে তোমারি সন্ধানে   এখনো তুমি আড়ালে
যার সুতীক্ষ্ণ অমোঘ শলাকা বিদ্ধ করবে প্রত্যাশিত গোলক।

এই অসহ অমায় দাও সুগন্ধী মৃগনাভি
অভিষেক মন্ত্র উষ্ণ হাতে জমা আছে।